রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ

(মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে বলি তখন তোমরা অবশ্যই তা বর্জন করবে।

التَّدْخِيْنُ وَ شُرْبُ الْمُسْكِرَاتِ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

মদপান ও ধূমপান

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم
التدخين وشرب المسكرات/ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.-
حفر الباطن، ١٤٣٠هـ
٤٠ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٩ - ١١ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)
١- التدخين ٢- شرب الخمور أ- العنوان
ديوي ٢١٢,٢ ١٤٣٠/٧٤٧٧

رقم الإيداع : ١٤٣٠ / ٧٤٧٩
ردمك : ٩ - ١١ -٨٠٦٦- ٦٠٣ -٩٧٨

الطبعة الأولى

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

অবতরণিকাঃ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্য যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

প্রতিনিয়ত রাস্তা-ঘাটে বিচরণকারী প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মোসলমানই ঘরে-বাইরে, শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে, হাট-বাজারে এমনকি যাত্রীবাহী সব ধরনের যানবাহনে তথা সর্ব স্থানে ধূমপায়ীদের সস্পর্ধ অবাধ ধূমপান অবলোকন করে কমবেশী মর্মব্যথা অনুভব না করে পারেন না। আমি ও তাদেরই একজন। তাই সর্বনাশা এ প্রকাশ্য ব্যাধি থেকে উত্তরণের জন্য যে কোন সঠিক পন্থা অনুসন্ধান করা নিজস্ব ধর্মীয় কর্তব্য বলে আমি জ্ঞান করি। তাই প্রথমতঃ সবাইকে মৌখিকভাবে এ ঘৃণিত বস্তুটির সার্বিক প্রতিরোধের প্রতি প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান এবং এর ভয়ঙ্করতা বুঝাতে সচেষ্ট হই। কিন্তু তাতে আশানুরূপ তেমন কোন ফল পাওয়া যায়নি। ভাবলাম হয়তো বা কেউ মনযোগ দিয়ে শুনছেন না অথবা তা দীর্ঘক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকার জন্য প্রয়োজনান্দাযকাল মনোন্তকরণে বিদ্ধকরণকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে না। তাই লেখালেখিকে দ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি। অথচ আমি এ ক্ষেত্রে নবাগত। কতটুকু সফলকাম হতে পারবো তা আল্লাহ্ মালুম। তবুও প্রয়োজনের খাতিরে ভুল-ত্রুটির প্রচুর সম্ভাবনা পশ্চাতে রেখে ক্ষুদ্র কলম খানা হস্তে ধারণের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি। সফলতা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। তবে "নিয়্যাতের উপরই সকল কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল" রাসূল মুখনিঃসৃত এ মহান বাণীই আমার দীর্ঘ পথসঙ্গী।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ সম্পৃক্ত

যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্‌বানী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্খাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

মদ্য পান অথবা যে কোন মাদকদ্রব্য সেবনঃ

মদ্য পান অথবা যে কোন নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ তথা সেবন (চাই তা খেয়ে কিংবা পান করেই হোক অথবা ঘ্রাণ নেয়া কিংবা ইন্‌জেকশান গ্রহণের মাধ্যমেই হোক) একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ্। যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর অভিশাপ ও অভিসম্পাত রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে মদ্যপান তথা যে কোন নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ অথবা সেবনকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শয়তান চায় এরই মাধ্যমে মানুষে মানুষে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্'র স্মরণ ও নামায থেকে মানুষকে গাফিল করতে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَنْصَابُ وَ الأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ، إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِيْ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ، وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৯০-৯১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাকর দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকে। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?

উক্ত আয়াতে মদ্যপানকে শির্কের পাশাপাশি উল্লেখ করা, উহাকে অপবিত্র

ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা, তা থেকে বিরত থাকার ইলাহী আদেশ, তা বর্জনে সমূহ কল্যাণ নিহিত থাকা, এরই মাধ্যমে শয়তানের মানুষে মানুষে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে গাফিল রাখার চেষ্টা এবং পরিশেষে ধমকের সুরে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ থেকে মদ্যপানের ভয়ঙ্করতার পর্যায়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ مَشَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَ قَالُوْا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَ جُعِلَتْ عِدْلاً لِلشِّرْكِ

(ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১২ হাদীস ১২৩৯৯ হা'কিম খণ্ড ৪ হাদীস ৭২২৭)

অর্থাৎ যখন মদ্যপান হারাম করে দেয়া হলো তখন সাহাবারা একে অপরের নিকট গিয়ে বলতে লাগলোঃ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং উহাকে শির্কের পাশাপাশি অবস্থানে রাখা হয়েছে।

মদ বা মাদকদ্রব্য সকল অকল্যাণ ও অঘটনের মূল।

হযরত আবুদ্দারদা' ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমাকে আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূল ﷺ) এ মর্মে ওয়াসিয়াত করেনঃ

لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৩৪)

অর্থাৎ (কখনো) তুমি মদ পান করো না। কারণ, তা সকল অকল্যাণ ও অঘটনের চাবিকাঠি।

একদা বনী ইস্রাঈলের জনৈক রাষ্ট্রপতি সে যুগের জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে চারটি কাজের যে কোন একটি করতে বাধ্য করে। কাজগুলো হলোঃ মদ্য পান, মানব হত্যা, ব্যভিচার ও শুকরের গোস্ত খাওয়া। এমনকি তাকে এর কোন না কোন একটি করতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়। পরিশেষে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য হয়ে মদ্য পানকেই সহজ মনে করে তা করতে

রাজি হলো। যখন সে মদ্য পান করে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেলো তখন উক্ত সকল কাজ করাই তার জন্য সহজ হয়ে গেলো।

এ কথা সবারই জানা থাকা দরকার যে, হাদীসের পরিভাষায় সকল মাদক দ্রব্যকেই "খাম্‌র" বলা হয় তথা সবই মদের অন্তর্ভুক্ত। আর মদ বলতেই তো সবই হারাম।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

(মুসলিম, হাদীস ২০০৩ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৯ ইব্‌নু মাজাহ্‌, হাদীস ৩৪৫০, ৩৪৫৩)

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ বা মদ জাতীয়। আর প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই তো হারাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক মদ জাতীয় বস্তুই হারাম।

হযরত 'আয়িশা, 'আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ মাস্‌উদ্‌, মু'আবিয়াহ্‌ ও হযরত আবু মূসা ﵁ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ কে মধুর সুরার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

(মুসলিম, হাদীস ২০০১ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৮২ ইব্‌নু মাজাহ্‌, হাদীস ৩৪৪৯, ৩৪৫১, ৩৪৫২, ৩৪৫৪)

অর্থাৎ প্রত্যেক পানীয় যা নেশাকর তা সবই হারাম। অন্য শব্দে, প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই হারাম।

তেমনিভাবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, যে বস্তুটি বেশি পরিমাণে সেবন করলে নেশা আসে তা সামান্য পরিমাণে সেবন করাও হারাম।

হযরত জা'বির বিন্‌ 'আব্দুল্লাহ্‌, হযরত 'আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'আমর ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'উমর ﵁ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৮১ তিরমিযী, হাদীস ১৮৬৪, ১৮৬৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৫৫, ৩৪৫৬, ৩৪৫৭)

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই হারাম এবং যে বস্তুটির বেশি পরিমাণ নেশাকর তার সামান্যটুকুও হারাম।

শুধু আঙ্গুরের মধ্যেই মদের ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা যে কোন বস্তু থেকেও বানানো যেতে পারে এবং তা সবই হারাম।

হযরত নু'মান বিন্ বাশীর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا ، وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا ، وَ إِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْــرًا ، وَ إِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا ، وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَ مِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৬ তিরমিযী, হাদীস ১৮৭২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আঙ্গুর থেকে যেমন মদ হয় তেমনিভাবে খেজুর, মধু, গম এবং যব থেকেও তা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কিসমিস থেকেও মদ হয়।

হযরত নু'মান বিন্ বাশীর ﵁ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيْرِ ، وَ الزَّبِيْبِ، وَ التَّمْرِ، وَ الْحِنْطَةِ ، وَ الشَّعِيْرِ ، وَ الذُّرَةِ ، وَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মদ যেমন যে কোন ফলের রস বিশেষভাবে আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি হয় তেমনিভাবে কিসমিস, খেজুর, গম, যব এবং ভুট্টা থেকেও তা তৈরি হয়। আর আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যেক নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করছি।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা হযরত 'উমর ﵁ মিম্বারে উঠে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূল ﷺ এর উপর দরূদ পাঠের পর বললেনঃ

نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَ هِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ وَ الْعَسَلِ وَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ ، وَ الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

(বুখারী, হাদীস ৪৬১৯, ৫৫৮১, ৫৫৮৮, ৫৫৮৯ মুসলিম, হাদীস ৩০৩২ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৯)

অর্থাৎ মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পাঁচটি বস্তু দিয়েই মদ তৈরি হতো। আর তা হচ্ছে, আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম এবং যব। তবে মদ বলতে এমন সব বস্তুকেই বুঝানো হয় যা মানব ব্রেইনকে প্রমত্ত করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ মদ সংশ্লিষ্ট দশ শ্রেণীর লোককে লা'নত তথা অভিসম্পাত করেন।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ﵄ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا ، وَ مُعْتَصِرَهَا ، وَ شَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَ الْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ ، وَ سَاقِيَهَا ، وَ بَائِعَهَا ، وَ آكِلَ ثَمَنِهَا ، وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا ، وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ ، وَ فِيْ رِوَايَةٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَ فِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا ...

(তিরমিযী, হাদীস ১২৯৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৩, ৩৪৪৪)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মদের ব্যাপারে দশ জন ব্যক্তিকে লা'নত বা অভিসম্পাত করেনঃ যে মদ বানায়, যে মূল কারিগর, যে পান করে, বহনকারী, যার নিকট বহন করে নেয়া হয়, যে অন্যকে পান করায়, বিক্রেতা, যে লাভ খায়, খরিদদার এবং যার জন্য খরিদ করা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সরাসরি

মদকেই অভিসম্পাত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করেন মদ ও মদপানকারীকে ...।

কেউ দুনিয়াতে মদ পান করে থাকলে আখিরাতে সে আর মদ পান করতে পারবে না। যদিও সে জান্নাতী হোক না কেন যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করে নেয়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِيْ الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِيْ الآخِرَةِ إِلاَّ أَنْ يَّتُوْبَ ، وَ فِيْ رِوَايَـــةِ الْبَيْهَقِيْ: وَ إِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ

(বুখারী, হাদীস ৫২৫৩ মুসলিম, হাদীস ২০০৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৩৬ বায়হাক্বী খণ্ড ৩ হাদীস ৫১৮১ খণ্ড ৮ হাদীস ১৭১১৩ শু'আবুল্ ঈমান ২/১৪৮ সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৬১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করলো সে আর আখিরাতে মদ পান করতে পারবে না যতক্ষণ না সে খাঁটি তাওবা করে নেয়। ইমাম বায়হাক্বীর বর্ণনায় রয়েছে, যদিও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।

অভ্যস্ত মাদকসেবী মূর্তিপূজক সমতুল্য। সে জান্নাতে যাবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৩৮)

অর্থাৎ অভ্যস্ত মাদকসেবী মূর্তিপূজক সমতুল্য।

হযরত আবু মূসা আশ্'আরী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَا أُبَالِيْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدتُّ هَذِه السَّارِيَةَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ

(নাসায়ী, হাদীস ৫১৭৩ সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৬৫)

অর্থাৎ মদ পান করা এবং আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিরেকে এ (কাঠের) খুঁটিটির ইবাদাত করার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য করি না। কারণ, উভয়টিই আমার ধারণা মতে একই পর্যায়ের অপরাধ।

হযরত আবুদ্দারদা' ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৩৯)

অর্থাৎ অভ্যস্ত মাদকসেবী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

কোন ব্যক্তি যে কোন মাদকদ্রব্য সেবন করে নেশাগ্রস্ত বা মাতাল হলে আল্লাহ্ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন নামায কবুল করবেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، وَ إِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪০)

অর্থাৎ কেউ মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে যদি সে খাঁটি তাওবাহ্ করে নেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবাহ্ কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তা হলে আবারো তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার

মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবুও যদি সে খাঁটি তাওবাহ্ করে নেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবাহ্ কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তা হলে আবারো তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবুও যদি সে খাঁটি তাওবাহ্ করে নেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবাহ্ কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হবে কিয়ামতের দিন তাকে "রাদ্গাতুল্ খাবা'ল্" পান করানো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! "রাদ্গাতুল্ খাবা'ল্" কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুঁজ।

মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ পানের সময় ঈমানদার থাকে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَزْنِيْ الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ، وَ لاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ، وَ لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ؛ وَ لاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ، وَ التَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ

(বুখারী, হাদীস ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৮১০ মুসলিম, হাদীস ৫৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪০০৭)

অর্থাৎ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। লুটেরা যখন মানব জনসম্মুখে লুট করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয়।

স্বাভাবিকভাবে কোন এলাকায় মদের বহুল প্রচলন ঘটলে তখন পৃথিবীতে স্বভাবতই ভূমি ধস হবে, মানুষের আঙ্গিক অথবা মানসিক বিকৃতি ঘটবে এবং

আকাশ থেকে আল্লাহ্'র আযাব নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত 'ইম্‌রান বিন্ 'হুস্বাইন ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَ مَسْخٌ وَ قَذْفٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ وَ شُرِبَتِ الْخُمُوْرُ

(তিরমিযী, হাদীস ২২১২)

অর্থাৎ এ উম্মতের মাঝে ভূমি ধস, মানুষের আঙ্গিক অথবা মানসিক বিকৃতি এবং আকাশ থেকে আল্লাহ্'র আযাব নিক্ষিপ্ত হবে। তখন জনৈক মুসলমান বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! সেটা আবার কখন? রাসূল ﷺ বললেনঃ যখন গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ্য প্রচলন ঘটবে এবং মদ্য পান করা হবে।

এতদুপরি মদ পানের পাশাপাশি মদ পান করাকে হালাল মনে করা হলে সে জাতির ধ্বংস তো একেবারেই অনিবার্য।

হযরত আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِيْ خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ التَّلاَعُنُ، وَ شَرِبُوْا الْخُمُوْرَ ، وَ لَبِسُوْا الْحَرِيْرَ، وَ اتَّخَذُوْا الْقِيَانَ، وَ اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

(সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৮৬)

অর্থাৎ যখন আমার উম্মত পাঁচটি বস্তুকে হালাল মনে করবে তখন তাদের ধ্বংস একেবারেই অনিবার্য। আর তা হচ্ছে, একে অপরকে যখন প্রকাশ্যে লা'নত করবে, মদ্য পান করবে, সিল্কের কাপড় পরিধান করবে, গায়িকাদেরকে সাদরে গ্রহণ করবে, (যৌন ব্যাপারে) পুরুষ পুরুষের জন্য যথেষ্ট এবং মহিলা মহিলার জন্য যথেষ্ট হবে।

ফিরিশ্‌তারা মদ্যপায়ীর নিকটবর্তী হয় না।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ : الْجُنُبُ وَ السَّكْرَانُ وَ الْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ

(সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তার্হীবি, হাদীস ২৩৭৪)

অর্থাৎ ফিরিশ্তারা তিন ধরনের মানুষের নিকটবর্তী হয় না। তারা হচ্ছে, জুনুবী ব্যক্তি (যার গোসল ফরয হয়েছে) মদ্যপায়ী এবং "খালূক্ব" (যাতে যা'ফ্রানের মিশ্রণ খুবই বেশি) সুগন্ধ মাখা ব্যক্তি।

ঈমানদার ব্যক্তি যেমন মদ পান করতে পারে না তেমনিভাবে সে মদ পানের মজলিসেও উপস্থিত হতে পারে না।

হযরত জা'বির ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَشْرَبِ الْخَمْرَ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

(আহ্মাদ্, হাদীস ১৪৬৯২ ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১১ হাদীস ১১৪৬২ আওসাত্ব, হাদীস ২৫১০ দা'রামী, হাদীস ২০৯২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন মদ পান না করে এবং যে মজলিসে মদ পান করা হয় সেখানেও যেন সে না বসে।

যে ব্যক্তি জান্নাতে মদ পান করতে ইচ্ছুক সে যেন দুনিয়াতে মদ পান না করে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করতে সক্ষম হয়েও তা পান করেনি আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে মদ পান করাবেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّسْقِيَهُ اللهُ الْخَمْرَ فِيْ الآخِرَةِ فَلْيَتْرُكْهَا فِيْ الدُّنْيَا ، وَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّكْسُوَهُ اللهُ الْحَرِيْرَ فِيْ الآخِرَةِ فَلْيَتْرُكْهُ فِيْ الدُّنْيَا

(ত্বাবারানী/আওসাত্ব খণ্ড ৮ হাদীস ৮৮৭৯)

অর্থাৎ যার মনে চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আখিরাতে মদ পান করাবেন সে যেন দুনিয়াতে মদ পান করা ছেড়ে দেয় এবং যার মনে চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আখিরাতে সিল্কের কাপড় পরাবেন সে যেন দুনিয়াতে সিল্কের কাপড় পরা ছেড়ে দেয়।

হযরত আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ فِيْ حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ

(সা'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৭৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি মদ পান করতে সক্ষম হয়েও তা পান করেনি আমি তাকে অবশ্যই জান্নাতে মদ পান করাবো।

যে ব্যক্তি প্রথম বারের মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে নামায পড়তে পারলো না সে যেন দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরিভাগের সব কিছুর মালিক ছিলো এবং তা তার থেকে একেবারেই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُكْرًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ ، قِيْلَ: وَ مَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ

(হা'কিম, হাদীস ৭২৩৩ বাইহাক্বী, হাদীস ১৬৯৯, ১৭১১৫ ত্বাবারানী/আওসাত্ব, হাদীস ৬৩৭১ আহ্মাদ্, হাদীস ৬৬৫৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম বারের মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে নামায ছেড়ে দিলো সে যেন দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরিভাগের সব কিছুর মালিক ছিলো এবং তা তার থেকে একেবারেই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ বারের মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে নামায ছেড়ে দিলো আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হবে তাকে "ত্বীনাতুল্ খাবাল্" পান করানো। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ "ত্বীনাতুল্ খাবাল্" বলতে কি?

রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুঁজরক্ত।

কোন রোগের চিকিৎসা হিসেবেও মদ পান করা যাবে না।

হযরত ত্বারিক্ব বিন্ সুওয়াইদ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ কে চিকিৎসার জন্য মদ তৈরি করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَ لَكِنَّهُ دَاءٌ

(মুসলিম, হাদীস ১৯৮৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৭৩)

অর্থাৎ মদ তো ওষুধ নয় বরং তা রোগই বটে।

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

(বাইহাক্বী, হাদীস ১৯৪৬৩ ইব্নু হিব্বান খণ্ড ৪ হাদীস ১৩৯১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন চিকিৎসা রাখেননি।

নামের পরিবর্তনে কখনো কোন জিনিস হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং নেশাকর দ্রব্য যে কোন আধুনিক নামেই সমাজে চালু হোক না কেন তা কখনো হালাল হতে পারে না। অতএব তামাক, সাদাপাতা, জর্দা, গুল, পচা তথা মদো সুপারি ইত্যাদি হারাম। কারণ, তা নেশাকর। সামান্য পরিমাণেই তা খাওয়া হোক অথবা বেশি পরিমাণে। পানের সাথেই তা খাওয়া হোক অথবা এমনিতেই চিবিয়ে চিবিয়ে। ঠোঁট ও দাঁতের মাড়ির ফাঁকেই সামান্য পরিমাণে তা রেখে দেয়া হোক অথবা তা গিলে ফেলা হোক। নেশা হিসেবেই তা ব্যবহার করা হোক অথবা অভ্যাসগতভাবে। মোটকথা, উহার সর্বপ্রকার ও সর্বপ্রকারের ব্যবহার সবই হারাম।

হযরত আবু উমামাহ্ বাহিলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَذْهَبُ اللَّيَالِيْ وَ الأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيْهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ ؛ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৭)

অর্থাৎ রাত-দিন যাবে না তথা কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মত মদ পান করে। তবে তা মদের নামেই পান করবে না বরং অন্য নামে।

হযরত 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত্ব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّوْنَهَا إِيَّاهُ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৮)

অর্থাৎ আমার একদল উম্মত মদ পান করবে। তবে তা নতুন নামে যা তারা তখন আবিষ্কার করবে।

কেউ কেউ আবার মদ পান না করলেও মদের ব্যবসার সাথে যে কোনভাবে অবশ্যই জড়িত। মদ পান না করলেও মদ বিক্রির টাকা খান। ধূমপান না করলেও সিগারেট ও বিড়ি বিক্রির টাকা খান। ধূমপান না করলেও তিনি সাদাপাতা, গুল ও জর্দা খাওয়ায় সরাসরি জড়িত। বরং কেউ কেউ তো কথার মোড় ঘুরিয়ে অথবা কোর'আন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তা হালাল করতে চান। অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করলেও নিজের পেটে কেজি কেজি সাদাপাতা ও জর্দা ঢুকাতে লজ্জা পান না। তাদের অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা উচিৎ। নিজে ভালো হতে না পারলেও অন্যকে ভালো হতে সুযোগ দেয়া উচিৎ। আল্লাহ্'র লা'নতকে অবশ্যই ভয় পেতে হবে।

হযরত 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ الرِّبَا ؛ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِيْ الْخَمْرِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৯০, ৩৪৯১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৫)

অর্থাৎ যখন সুদ সংক্রান্ত সূরা বাক্বারাহ্'র শেষ আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয় তখন রাসূল ﷺ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে মদের ব্যবসা হারাম করে দেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَ ثَمَنَهَا ، وَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ ثَمَنَهَا ، وَ حَرَّمَ الْخِنْزِيْرَ وَ ثَمَنَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন এবং উহার বিক্রিমূল্যও। মৃত হারাম করে দিয়েছেন এবং উহার বিক্রিমূল্যও। শূকর হারাম করে দিয়েছেন এবং উহার বিক্রিমূল্যও।

ঘযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ – ثَلاَثًا – إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَ أَكَلُوْا أَثْمَانَهَا، وَ إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ: فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৪৮৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পড়ুক ইহুদিদের উপর। রাসূল ﷺ উক্ত বদ্দো'আটি তিন বার দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন। তখন তারা তা সরাসরি না খেয়ে তা বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ পয়সা খেলো। অথচ তাদের এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করে দিলে উহার বিক্রিমূল্যও হারাম করে দেন। ইব্নু মাজাহ্'র বর্ণনায় রয়েছে, যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করে দেয়া হয় তখন তারা চর্বিগুলো একত্র করে আগুনের তাপে গলিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিলো।

মদ্যপান কিয়ামতের আলামতগুলোর অন্যতম।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَّظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَ يَقِلَّ الْعِلْمُ ، وَ يَظْهَرَ الزِّنَا ، وَ تُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَ يَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَ يَكْثُرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ

(বুখারী, হাদীস ৫৫৭৭ মুসলিম, হাদীস ২৬৭১)

অর্থাৎ কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এও যে, মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে, জ্ঞান কমে যাবে, ব্যভিচার বেড়ে যাবে, মদ পান করা হবে, পুরুষ কমে যাবে এবং মহিলা বেড়ে যাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার দায়িত্বশীল শুধু একজন পুরুষই হবে।

মাদকদ্রব্য সেবনের অপকার সমূহঃ

ক. নিয়মিত প্রচুর মাদকদ্রব্য সেবনে মানব মেধা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়।

খ. এরই মাধ্যমে সমাজে বহু প্রকারের খুন ও হত্যাকাণ্ড বিস্তার লাভ করে। তথা সামাজিক সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়।

গ. এরই মাধ্যমে অনেক সতী-সাধ্বী মহিলার ইয্যত বিনষ্ট হয়। এরই সুবাদে দিন দিন সকল প্রকারের অপকর্ম, ব্যভিচার ও সমকাম বেড়েই চলছে। এমনো শুনা যায় যে, অমুক মদ্যপায়ী নেশার তাড়নায় নিজ মেয়ে, মা অথবা বোনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। এমন অঘটন করতে তো মুসলমান দূরে থাক অনেক সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু এবং বৌদ্ধও লজ্জা পায়।

মদ্যপায়ী ব্যক্তি কখনো কখনো নেশার তাড়নায় তার নিজ স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে দেয় ; অথচ সে তখন তা এতটুকুও অনুভবও করতে পারে না। মূলতঃ এ জাতীয় ব্যক্তির মুখে তালাক শব্দ বেশির ভাগই উচ্চারিত হতে দেখা যায়। আর এমতাবস্থায় সে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দরুন তা

ব্যভিচার বলেই পরিগণিত হয়।

ঘ. এরই পেছনে কতো কতো মানব সম্পদ যে বিনষ্ট হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। মাদকসেবীরা কখনো কখনো এক টাকার নেশার বস্তু একশ' টাকা দিয়ে কিনতেও রাজি। তা হাতের নাগালে না পেলে তারা ভারী অস্থির হয়ে পড়ে।

ঙ. এরই মাধ্যমে কোন জাতির সার্বিক শক্তি ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়। কারণ, যুবকরাই তো জাতির শক্তি ও ভবিষ্যৎ। মাদকদ্রব্য সেবনের সুবাদে বহুবিধ অঘটন ঘটিয়ে কতো যুবক যে আজ জেলহাজতে রাত পোহাচ্ছে তা আর কারোর অজানা নেই।

চ. এরই কারণে কোন জাতির অর্থনৈতিক, সামরিক ও উৎপাদন শক্তি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কারণ, এ সকল ক্ষেত্র তো স্বভাবত যুবকদের উপরই নির্ভরশীল। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ যে, খ্রিষ্টীয় ষোলশ' শতাব্দীতে চাইনিজ ও জাপানীরা যখন পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হয় তখন চাইনিজরা পরাজয় বরণ করে। তারা এ পরাজয়ের খতিয়ান খুঁজতে গিয়ে দেখতে পায় যে, তাদের সেনাবাহিনীর মাঝে তখন আফিমসেবীর সংখ্যা খুবই বেশি ছিলো। তাই তারা পরাজিত হয়েছে।

ছ. মাদকদ্রব্য সেবনে অনেকগুলো শারীরিক ক্ষতিও রয়েছে। তম্মধ্যে ফুসফুস প্রদাহ, বদহজমী, ব্যথা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, খিঁচুনি ইত্যাদি অন্যতম। এ ছাড়াও মাদক সেবনের দরুন আরো অনেক মানসিক ও তান্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। যা বিস্তারিত বলার অবকাশ রাখে না।

জ. মাদকদ্রব্য সেবনের মাধ্যমে হিফাযতকারী ফিরিশ্তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, তারা এর দুর্গন্ধে কষ্ট পায় যেমনিভাবে কষ্ট পায় মানুষরা।

ঝ. মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে মাদকসেবীর কোন নেক ও দো'আ চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল করা হয় না।

ঞ. মৃত্যুর সময় মাদকসেবীর ঈমানহারা হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে।

মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হওয়ার বিশেষ কারণ সমূহঃ

ক. পরকালে যে সর্বকাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে সে চেতনা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া।

খ. সন্তান প্রতিপালনে মাতা-পিতার বিশেষ অবহেলা। যে বাচ্চা ছোট থেকেই গান-বাদ্য, নাটক-ছবি দেখে অভ্যস্ত তার জন্য এ ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ যে, সে বড় হয়ে ধূমপায়ী, মদ্যপায়ী, আফিমখোর ও গাজাখোর হবে। এমন হবেই না কেন অথচ তার হৃদয়ে কুর'আন ও হাদীসের কোন অংশই গচ্ছিত নেই যা তাকে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম হবে। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় মাতা-পিতাকে অবশ্যই কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

গ. অধিক অবসর জীবন যাপন। কারণ, কেউ আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে থাকলে এমনকি দুনিয়ার যে কোন লাভজনক কাজ থেকেও দূরে থাকলে শয়তান অবশ্যই তাকে বিপথগামী করবে।

ঘ. অসৎ সাথীবন্ধু। কারণ, অসৎ সাথীবন্ধুরা তো এটাই চাবে যে, তাদের দল আরো ভারী হোক। সবাই একই পথে চলুক। এ কথা তো সবারই মুখে মুখে রয়েছে যে, সৎ সঙ্গে সর্গবাস ; অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

মদখোরের শাস্তিঃ

কারোর ব্যাপারে মদ অথবা মাদকদ্রব্য পান কিংবা সেবন করে নেশাগ্রস্ত হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। সে যতবারই পান করে ধরা পড়বে ততবারই তার উপর উক্ত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে। তবে তাকে এ জন্য কখনোই হত্যা করা হবে না। যা সকল গবেষক 'উলামাদের ঐকমত্যে প্রমাণিত।

হযরত মু'আবিয়া ও হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত

তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ মদখোর সম্পর্কে বলেনঃ

إِذَا سَكِرَ وَ فِيْ رِوَايَةٍ: إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ، ثُمَّ قَالَ فِيْ الرَّابِعَةِ: فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৮২ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬২০ নাসায়ী, হাদীস ৫৬৬১ আহ্মাদ্ ৪/৯৬)

অর্থাৎ যখন কেউ (কোন নেশাকর দ্রব্য সেবন করে) নেশাগ্রস্ত হয় অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন কেউ মদ পান করে তখন তোমরা তাকে বেত্রাঘাত করবে। আবারো নেশাগ্রস্ত হলে আবারো বেত্রাঘাত করবে। আবারো নেশাগ্রস্ত হলে আবারো বেত্রাঘাত করবে। রাসূল ﷺ চতুর্থবার বললেনঃ আবারো নেশাগ্রস্ত হলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।

ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ্) হযরত জাবির ও হযরত ক্বাবীস্বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ﷺ এর নিকট চতুর্থবার মদ পান করেছে এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে মেরেছেন। তবে হত্যা করেননি।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أُتِيَ بِرَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ ، وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

(বুখারী, হাদীস ৬৭৭৩ মুসলিম, হাদীস ১৭০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৭৯)

অর্থাৎ নবী ﷺ এর নিকট একদা জনৈক মদ্যপায়ীকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে পাতা বিহীন দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত আবু বকর رضي الله عنه ও তাঁর খিলাফতকালে তাই করেছিলেন। তবে হযরত 'উমর رضي الله عنه যখন খলীফা হলেন তখন তিনি সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তখন হযরত আব্দুর রহ্মান বিন্ 'আউফ্ رضي الله عنه বললেনঃ সর্বনিম্ন দণ্ডবিধি হচ্ছে

আশিটি বেত্রাঘাত। তখন হযরত ‘উমর ﵁ তাই বাস্তবায়নের আদেশ করেন।

হযরত আনাস্ ﵁ থেকে এও বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضْرِبُ فِيْ الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَ الْجَرِيْدِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৭৯ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ২৬১৮)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মদ্যপানের শাস্তি স্বরূপ মদ্যপায়ীকে জুতো ও খেজুরের ডাল দিয়ে পেটাতেন।

হযরত ‘হুযাইন্ বিন্ মুন্যির আবু সাসান্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি হযরত ‘উস্মান ﵁ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন ওয়ালীদ্ বিন্ ‘উক্ববাহ্কেও তাঁর নিকট উপস্থিত করা হলো। সে মানুষকে ফজরের দু’ রাক’আত্ নামায পড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলোঃ তোমাদেরকে আরো কয়েক রাক্’আত্ বেশি পড়িয়ে দেবো কি? তখন দু’জন ব্যক্তি তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলো। তাদের একজন তার ব্যাপারে এ বলে সাক্ষ্য দিলো যে, সে মদ পান করেছে। অপরজন এ বলে সাক্ষ্য দিলো যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে। তখন হযরত ‘উস্মান ﵁ বললেনঃ সে মদ পান করেছে বলেই তো বমি করেছে? তখন তিনি হযরত ‘আলী ﵁ কে বললেনঃ হে ‘আলী! দাঁড়াও। ওকে বেত্রাঘাত করো। হযরত ‘আলী ﵁ তাঁর ছেলে হাসান্ ﵁ কে বললেনঃ হে হাসান! দাঁড়াও। ওকে বেত্রাঘাত করো। তখন হাসান্ ﵁ রাগান্বিত স্বরে বললেনঃ বেত্রাঘাত সেই করুক যে উক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তখন হযরত ‘আলী ﵁ হযরত ‘আব্দুল্লাহ্ বিন্ জা’ফর ﵁ কে বললেনঃ হে ‘আব্দুল্লাহ্! দাঁড়াও। তাকে বেত্রাঘাত করো। তখন হযরত ‘আব্দুল্লাহ্ ﵁ বেত্রাঘাত করছিলেন আর হযরত ‘আলী ﵁ তা গণনা করছিলেন। চল্লিশটি বেত্রাঘাতের পর হযরত ‘আলী ﵁ বললেনঃ বেত্রাঘাত বন্ধ করো। অতঃপর তিনি বললেনঃ

جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ ، وَ جَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ ، وَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ ، وَ كُلٌّ سُنَّةٌ ، وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

(মুসলিম, হাদীস ১৭০৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৮১ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৬১৯)

অর্থাৎ নবী ﷺ চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত আবু বকরও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু হযর 'উমর رضي الله عنه আশিটি বেত্রাঘাত করেন। তবে চল্লিশটি বেত্রাঘাতই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়।

ধূমপানঃ

ধূমপানও মাদকদ্রব্যের অধীন এবং তা প্রকাশ্য গুনাহ্গুলোর অন্যতম। ব্যাপারটি খুবই ভয়াবহ ; তবে সে অনুযায়ী উহার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়া হচ্ছে না। বরং তা বিশেষ অবহেলায় পতিত। তাই ভিন্ন করে উহার অপকার ও হারাম হওয়ার কারণগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি। যা নিম্নরূপঃ

১. ধূমপান খুবই নিকৃষ্ট কাজ এবং বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট বস্তু। আর সকল নিকৃষ্ট বস্তুই তো শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾

(আ'রাফ : ১৫৭)

অর্থাৎ আরো সে (রাসূল ﷺ) তাদের জন্য পবিত্র ও উত্তম বস্তু সমূহ হালাল করে দেন এবং হারাম করেন নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বস্তু সমূহ।

খ. ধূমপানে সম্পদের বিশেষ অপচয় হয়। আর সম্পদের অপচয় তো হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ ، وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ﴾

(ইস্রা/বানী ইস্রাঈল : ২৬-২৭)

অর্থাৎ কিছুতেই সম্পদের অপব্যয় করো না। কারণ, অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تُسْرِفُوْا ، إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

(আ'রাফ : ৩১)

অর্থাৎ তবে তোমরা (পোশাক-পরিচ্ছদ ও পানাহারে) অপচয় ও অপব্যয় করো না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা অপচয়কারীদেরকে কখনো পছন্দ করেন না।

একজন বিবেকশূন্যের হাতে নিজ সম্পদ উঠিয়ে দেয়া যদি না জায়িয ও হারাম হতে পারে এ জন্য যে, সে উক্ত সম্পদগুলো অপচয় ও অপব্যয় করবে তা হলে আপনি নিজকে বিবেকবান মনে করে নিজেই নিজ টাকাগুলো কিভাবে ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন এবং তা কিভাবে জায়িযও হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تُؤْتُوْا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾

(নিসা' : ৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জীবন নির্বাহের জন্য তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা তোমরা বেয়াকুবদের হাতে উঠিয়ে দিও না।

গ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। আর আত্মহত্যা ও নিজ জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া মারাত্মক হারাম ও একান্ত কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ، وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ عُـــدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ، وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴾

(নিসা' : ২৯-৩০)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে যে কোন পন্থায় হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। যে ব্যক্তি সীমাতিক্রম ও অত্যাচার বশত এমন কাণ্ড করে বসবে তাহলে অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর এ কাজটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে একেবারেই সহজসাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ১৯৫)

অর্থাৎ তোমরা কখনো ধ্বংসের দিকে নিজ হস্ত সম্প্রসারিত করো না।

ঘ. বিশ্বের সকল স্বাস্থ্যবিদদের ধারণামতে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য একান্তই ক্ষতিকর। সুতরাং আপনি এরই মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্য বিনাশ করতে পারেন না। কারণ, রাসূল ﷺ আপনাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ ও হযরত 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত্ ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩৬৯, ২৩৭০)

অর্থাৎ না তুমি নিজ বা অন্যের ক্ষতি করতে পারো। আর না তোমরা পরস্পর (প্রতিশোধের ভিত্তিতে) একে অপরের ক্ষতি করতে পারো।

ঙ. ধূমপানের মাধ্যমে মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, ধূমপায়ী যখন ধূমপান করে তখন তার আশপাশের অধূমপায়ীরা বিড়ি ও সিগারেটের ধোঁয়ায় কষ্ট পান। এমনকি নিয়মিত ধূমপায়ীরা কথা বলার সময়ও তার আশপাশের অধূমপায়ীরা কষ্ট পেয়ে থাকেন। নামায পড়ার সময় ধূমপায়ী ব্যক্তি যিকির ও দো'আ উচ্চারণ করতে গেলে অধূমপায়ীরা তার মুখের নিকৃষ্ট দুর্গন্ধে ভীষণ কষ্ট পেয়ে থাকেন। কখনো কখনো তার জামা-কাপড় থেকেও

দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। আর তাদেরকে কষ্ট দেয়া তো অত্যন্ত পাপের কাজ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ إِثْمًا مُّبِيْنًا ﴾

(আহ্যাব : ৫৭)

অর্থাৎ যারা মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কষ্ট দেয় অথচ তারা কোন অপরাধ করেনি এ জাতীয় মানুষরা নিশ্চয়ই অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহ্'র বোঝা বহন করবে।

চ. পিয়াজ ও রসুনের মতো হালাল জিনিস খেয়ে যখন নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষেধ অথচ শরীয়তে জামাতে নামায পড়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে কারণ, ফিরিশ্তারা তাতে খুব কষ্ট পেয়ে থাকেন তখন ধূমপান করে কেউ মসজিদে কিভাবে যেতে পারে? অথচ তা একই সঙ্গে দুর্গন্ধ ও হারাম। তাতে কি ফিরিশ্তারা কষ্ট পান না? তাতে কি মুসল্লিরা কষ্ট পায় না?

হযরত জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَ الثُّوْمَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلآئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ

(বুখারী, হাদীস ৮৫৪ মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পিয়াজ ও রসুন খেলো সে যেন আমার মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ, ফিরিশ্তারা এমন জিনিসে কষ্ট পায় যাতে কষ্ট পায় আদম সন্তান।

ছ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ ছেলে-সন্তানকে অঙ্গহানি ও ত্রুটিপূর্ণ বৃদ্ধির প্রতি ঠেলে দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণানুযায়ী নিকুটিন পুরুষের বীর্যকে বিষাক্ত করে দেয়। যদ্দরুন সন্তান প্রজন্মে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। এমনকি কখনো

কখনো প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

জ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ ছেলে-সন্তানকে চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে বিশেষভাবে ঠেলে দেয়া হয়। কারণ, তারা ভাগ্যক্রমে জন্মগত অঙ্গহানি থেকে বাঁচলেও পিতার ধূমপান দেখে তারা নিজেরাও ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

আরবী ভাষার প্রবাদে বলা হয়ঃ

وَ مَنْ شَابَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ

অর্থাৎ যে নিজের বাপের মতো হয়েছে সে কোন অপরাধ করেনি।

আরেক প্রবাদে বলা হয়ঃ

وَ كُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِيْ

অর্থাৎ প্রত্যেক সঙ্গী তার আরেক সঙ্গীরই অনুসরণ করে। আর পিতা তো তার বাচ্ছার দীর্ঘ সময়েরই সঙ্গী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ كَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَآ آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ، وَ إِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴾

(যুখরুফ : ২৩)

অর্থাৎ এভাবেই তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন এলাকায় কোন ভীতি প্রদর্শনকারী (নবী) পাঠিয়েছি তখনই সে এলাকার ঐশ্বর্যশালীরা বলেছে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এই একই মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আর আমরা তো তাদেরই পদাঙ্ক অনুসারী।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ آبَآءَنَا ، وَ اللهُ أَمَرَنَا بِهَا ، قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ، أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴾

(আ'রাফ : ২৮)

অর্থাৎ যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে বসে তখন তারা বলেঃ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এমনই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তো আমাদেরকে এমনই করতে আদেশ করেছেন। হে মুহাম্মাদ ﷺ! তুমি ঘোষণা করে দাও যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কখনো অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

ঝ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকেও বিশেষভাবে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, সে তো আপনার জীবন সঙ্গী। আপনার সবকিছুই তো তার সঙ্গে জড়িত। তাই সে আপনার মুখের দুর্গন্ধে কষ্ট পাবে অবশ্যই। আবার কখনো কখনো তো কোন কোন স্ত্রী অসতর্কভাবে নিজেও ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার উপর যুলুম চরম পর্যায়ে পৌঁছায়।

ঞ. ধূমপান সন্তানকে মাতা-পিতার অবাধ্য হতে সহযোগিতা করে। কারণ, ধূমপায়ী স্বভাবত নিজ মাতা-পিতা থেকে দূরে থাকতে চায়। যাতে তারা তার অভ্যাসের ব্যাপারটি আঁচ করতে না পারে। আর এভাবেই সে ধীরে ধীরে তাঁদের অবাধ্য হয়ে পড়ে।

ট. ধূমপান ধূমপায়ীর নেককার সঙ্গী একেবারেই কমিয়ে দেয়। কারণ, তারা এ জাতীয় মানুষ থেকে দূরে থাকতে চায়। এমনকি কেউ কেউ তো এ জাতীয় মানুষকে সালামও দিতে চায় না।

ঠ. ধূমপানের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করা হয়। কারণ, এরই মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিন দিন বেড়ে যায় এবং তা ও তার কিয়দংশ পরবর্তীতে ইসলামেরই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

ড. ধূমপান ধীরে ধীরে মেধাকে বিনষ্ট করে দেয়। যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। কারণ, তা চিন্তা শক্তিকে একেবারেই দুর্বল করে দেয়। এমনকি ধীরে ধীরে তার মধ্যে মেধাশূন্যতা দেখা

দেয়। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মাঝে একদা এক জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে, ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীর তুলনায় খুবই কম মেধা সম্পন্ন এবং কোন কিছু তাড়াতাড়ি বুঝতে অক্ষম।

ঢ. ধূমপানের মাধ্যমে হৃদয়, চোখ ও দাঁতকে ক্ষতির সম্মুখীন করা হয়। অথচ অন্তর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা। চোখ হচ্ছে জীবনের প্রতি একটি জানালা। দাঁত হচ্ছে মানুষের বিশেষ এক সৌন্দর্য। ধূমপানের কারণে হৃদয়ের শিরা-উপশিরাগুলো শক্ত হয়ে যায় এবং হঠাৎ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। চোখ দিয়ে এক ধরনের পানি বের হয়। চোখের পাতাগুলো জ্বলতে থাকে। কখনো কখনো চোখ ঝাপসা ও অন্ধ হয়ে যায়। দাঁতে পোকা ধরে। দাঁত হলুদবর্ণ হয়ে যায়। দাঁতের মাড়ি জ্বলতে থাকে। জিহ্বা ও মুখে ঘা ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। ঠোঁট বিবর্ণ হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ণ. ধূমপান ধূমপায়ীকে তার বাধ্য গোলাম বানিয়ে রাখে। নেশা ধরলেই উহার আয়োজন করতেই হবে। নতুবা সে অন্তরে এক ধরনের সঙ্কীর্ণতা ও অস্থিরতা অনুভব করবে। পুরো দুনিয়াই তার নিকট অন্ধকার মনে হবে। আর এ কথা সবারই জানা যে, একজনের গোলামীতেই শান্তি ; অনেকের গোলামীতে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾

(ইউসুফ : ৩৯)

অনেকগুলো প্রভু ভালো না কি এমন আল্লাহ্ যিনি একক পরাক্রমশালী।

ত. ধূমপায়ীর নিকট যে কোন ইবাদাত ভারী মনে হয়। বিশেষ করে রোযা। কারণ, সে রোযা থাকাবস্থায় আর ধূমপান করতে পারে না। গরম মৌসুমে তো দিন বড় হয়ে যায়। তখন তার অস্থিরতার আর কোন সীমা থাকে না। তেমনিভাবে হজ্জও তাকে বিশেষভাবে বিব্রত করে।

থ. এ ছাড়াও ধূমপানের কারণে অনেক ধরনের ক্যান্সার জন্ম নেয়। তন্মধ্যে

ফুসফুস, গলা, ঠোঁট, খাদ্য নালী, শ্বাস নালী, জিহ্বা, মুখ, মূত্রথলি, কিডনী ইত্যাদির ক্যান্সার অন্যতম।

এ ছাড়াও ধূমপানের সমস্যাগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে খাদ্য-পানীয়ে রুচিহীনতা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, মাথা ব্যথা, শ্রবণ শক্তিতে দুর্বলতা, হঠাৎ মৃত্যু, যক্ষ্মা, বদ্‌হজমী, পাকস্থলীতে ঘা, কলিজায় ছিদ্র ও সম্পূর্ণরূপে উহার বিনাশ, শারীরিক শীর্ণতা, বক্ষ ব্যাধি, অত্যধিক কফ ও কাশি, স্নায়ুর দুর্বলতা, চেহারার লাবণ্য বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধূমপান সংক্রান্ত আরো কিছু কথাঃ

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৮৩ সনের রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে সিগারেট কেনার পেছনে যে অর্থ ব্যয় করা হয় উহার দুই তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা হলে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা অবশ্যই সম্ভবপর হবে।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়, ধূমপানের অপকারিতায় বছরে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ৩ লাখ ৪৬ হাজার ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে। তেমনিভাবে চীনে ১ লাখ ৪০ হাজার, ব্রিটেনে ৫৫ হাজার, সুইডেনে আট হাজার এবং পুরো বিশ্বে ২৫ লাখ ব্যক্তি প্রতি বছর মৃত্যু বরণ করে।

চীনের সাঙ্গাহাই শহরের এক মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়, সেখানকার ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত ৬৬০ জনের ৯০ ভাগই ধূমপায়ী।

আরেক রিপোর্টে বলা হয়, ধূমপানের অপকারিতায় মৃত্যুর হার দুর্ঘটনা ও যুদ্ধ ক্ষেত্রের মৃত্যুর হারের চাইতেও অনেক বেশি।

৪৬ বছর ও ততোধিক বয়সের লোকদের মধ্যে ধূমপায়ীদের মৃত্যুর হার অধূমপায়ীদের তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি।

ধূমপান হচ্ছে পদস্খলনের প্রথম কারণ।

কেউ দৈনিক ২০ টি সিগারেট পান করলে তার শরীরে শতকরা পনেরো ভাগ হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি দেখা দেয়।

ধূমপানের অপকারিতায় ব্রিটেনে দৈনিক ৪৪ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে।

বিড়ি ও সিগারেটের শেষাংশ প্রথমাংশের তুলনায় আরো বেশি ক্ষতিকর।

লজ্জাজনক বিষয় হচ্ছে এই যে, চতুষ্পাদ জন্তুর সামনে তামাক রাখা হলে ওরা তা খেতে চায় না ; অথচ মানুষ খুব সহজভাবেই তা দৈনিক প্রচুর পরিমাণে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে।

ধূমপানের কাল্পনিক উপকার সমূহঃ

ধূমপায়ীরা নিজেদের দোষকে ঢাকা দেয়ার জন্য অধূমপায়ীদেরকে ধূমপানের কিছু কাল্পনিক উপকার বুঝাতে চায় যা নিম্নরূপঃ

ক. মনের অশান্তি দূর করার জন্যই ধূমপান করা হয়। তাদের এ কথা নিশ্চিতভাবেই জানা উচিৎ যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরের মাধ্যমেই মানুষের অন্তরে শান্তির সঞ্চার হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴾

(রা'দ্ : ২৮)

অর্থাৎ জেনে রাখো, আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণেই অন্তর শান্তি পায়।

খ. ধূমপান কোন ব্যাপারে গভীর চিন্তা করতে সহযোগিতা করে। মূলত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এর উল্টো। বরং ধূমপান শ্বাসকষ্ট ও গলা শুকিয়ে যাওয়ার দরুন মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়।

গ. ধূমপান মানুষের স্নায়ুগুলোকে সতেজ করে তোলে। মূলত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। বরং ধূমপান মানুষের স্নায়ুগুলোকে দুর্বল করে দেয় এবং এরই প্রভাবে দ্রুত হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়।

ঘ. ধূমপানে বন্ধু বাড়ে। এ কথা একাংশে ঠিক। তবে ধূমপানে ধূমপায়ী বন্ধু বাড়ে ভালো বন্ধু নয়।

ঙ. ধূমপানে ক্লান্তি দূর হয়। এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। বরং ধূমপানে ক্লান্তি আরো বেড়ে যায়। কারণ, ধূমপানে স্নায়ু দৌর্বল্য ও রক্ত চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে।

আবার কেউ কেউ তো অন্যের অনুকরণে ধূমপান করে থাকে। কাউকে ধূমপান করতে দেখে তার খুব ভালো লেগেছে তাই সেও ধূমপান করে। কিয়ামতের দিন তার এ অনুসরণ কোন কাজেই আসবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا ، فَقَالَ الضُّعَفَآءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ، قَالُوْا لَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ، سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴾

(ইব্রাহীম : ২১)

অর্থাৎ সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উপস্থিত হলে দুর্বলরা অহঙ্কারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারীই ছিলাম। অতএব তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে এতটুকুও রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখালে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে তা দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই অথবা ধৈর্যশীল হই তাতে কিছুই আসে যায় না। এখন আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোন পথ নেই।

আবার কেউ কেউ তো দাম্ভিকতা দেখিয়ে বলেনঃ আমি বুঝে শুনেই ধূমপান করছি। এতে তোমাদের কি যায় আসে? এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকে এখন থেকেই পরকালের পরিণতির কথা চিন্তা করা উচিৎ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ، مِنْ وَّرَآئِهِ جَهَنَّمُ ، وَ يُسْقَى مِنْ مَّـآءٍ صَـدِيْدٍ ، يَتَجَرَّعُهُ وَ لاَ يَكَادُ يُسِيْغُهُ ، وَ يَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَ مَا هُوَ بِمَيِّـتٍ ، وَمِنْ وَّرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴾

(ইব্রাহীম : ১৫-১৭)

অর্থাৎ প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থকাম হলো। পরিণামে তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। অতি কষ্টেই তারা তা গলাধঃকরণ করবে ; সহজে নয়। সর্বদিক থেকে মৃত্যু তার দিকে ধেয়ে আসবে ; অথচ সে মরবে না এবং এর পরেও তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

যেভাবে আপনি ধূমপান ছাড়বেনঃ

ধূমপানের উপরোক্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক অপকার জানার পর আশা তো আপনি এখনি ধূমপান থেকে তাওবা করতে প্রস্তুত। তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যাপার আপনাকে বিশেষ সহযোগিতা করবে যা নিম্নরূপঃ

ক. আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা রেখে ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারে কঠিন প্রতিজ্ঞা তথা তাওবা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সহযোগিতা চেয়ে তাঁর কাছে বিশেষভাবে ফরিয়াদ করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾

(নূর : ৩১)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করো ; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الأَرْضِ ، أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ ، قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴾

(নাম্‌ল : ৬২)

অর্থাৎ তিনিই তো উত্তম যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তোমরা তো অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

খ. ধূমপানের অপকারগুলো দৈনিক নিজে ভাবুন এবং নিজ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও স্ত্রী-সন্তানদের সামনে এগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

গ. ধূমপায়ীদের সঙ্গ ছেড়ে দিন। অন্ততপক্ষে ধূমপানের মজলিস থেকে বহু দূরে এবং কল্যাণকর কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকুন।

ঘ. ধূমপানকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করুন এবং সর্বদা এ কথা ভাবুন যে, কেউ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন হারাম বস্তু পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিদান হিসেবে তাকে এর চাইতে আরো উন্নত ও কল্যাণকর বস্তু দান করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কেউ কোন হারাম বস্তু পরিত্যাগ করলে তা সহজেই পরিত্যাগ করা সম্ভব। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব প্রথম আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন যে, আপনি উক্ত হারাম বস্তু পরিত্যাগে কতটুকু সত্যবাদী। তখন আপনি এ ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে পারলে তা পরিশেষে সত্যিই মজায় রূপান্তরিত হবে।

ধূমপান পরিত্যাগ করলে প্রথমতঃ আপনার গভীর ঘুম নাও আসতে পারে। রক্তে ঘাটতি দেখা দিবে। দীর্ঘ সময় কোন কিছু নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে পারবেন না। রাগ ও অস্থিরতা বেড়ে যাবে। নাড়ির সাধারণ গতি কমে যাবে।

ব্রেইন কেন যেন হালকা নিস্তেজ হয়ে পড়বে। ধূমপানের জন্য অন্তর কিলবিল করতে থাকবে। তবে তা কিছু দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

ঙ. কখনো মনের ভেতর ধূমপানের ইচ্ছে জন্মিলে সাথে সাথে মিস্ওয়াক করুন অথবা চুইঙ্গাম খেতে থাকুন।

চ. চা ও কপি খুব কমই পান করুন। বরং এরই পরিবর্তে সাধ্যমত ফল-ফলাদি খেতে চেষ্টা করুন।

ছ. প্রতিদিন নাস্তার পর এক গ্লাস লেবু বা আঙ্গুরের শরবত পান করুন। তা হলে ধূমপানের চাহিদা একটু করে হলেও হ্রাস পাবে।

জ. যত্ন সহকারে নিয়মিত ফরয নামাযগুলো আদায় করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ، وَ لَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴾

('আন্কাবূত : ৪৫)

অর্থাৎ নামায কায়েম করো। কারণ, নামাযই তো তোমাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাই করছো আল্লাহ্ তা'আলা তা সবই জানেন।

ঝ. বেশি বেশি রোযা রাখার চেষ্টা করুন। কারণ, তা মনোবলকে শক্তিশালী করা ও কুপ্রবৃত্তি মোকাবিলায় বিশেষ সহযোগিতা করবে।

ঞ. বেশি বেশি কুর'আন তেলাওয়াত করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ ﴾

(ইস্রা'/বানী ইস্রাঈল : ৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ কুর'আন সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ، وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِيْ الصُّدُوْرِ ، وَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

(ইউনুস : ৫৭)

অর্থাৎ হে মানব সকল! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট উপদেশ, অন্তরের চিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহ্মত এসেছে।

চ. বেশি বেশি যিকির করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴾

(রা'দ্ : ২৮)

অর্থাৎ জেনে রাখো, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার যিকির বা স্মরণেই মানব অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

ছ. সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। কারণ, শয়তানই তো গুনাহ্ সমূহকে মানব সম্মুখে সুশোভিত করে দেখায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾

(নাহ্ল : ৬৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি ; কিন্তু শয়তান তাদের অশোভনীয় কর্মকাণ্ডকে তাদের নিকট সুশোভিত করে দেখিয়েছে। সুতরাং শয়তান তো আজ তাদের বন্ধু অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য (কিয়ামতের দিন) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾

(আ'রাফ : ২০০)

অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তা হলে তুমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় কামনা করো। তিনিই তো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

জ. নেককার লোকদের সাথে চলুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ، وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَ لاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ ، وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾

(কাহ্ফ : ২৮)

অর্থাৎ তুমি সর্বদা নিজকে ওদের সংস্রবেই রাখবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজ প্রভুকে ডাকে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কখনো তাদের থেকে নিজ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। তবে ওদের অনুসরণ কখনোই করো না যাদের অন্তর আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে নিজ কর্মকাণ্ডে সীমাতিক্রম করে।

একবার দু'বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও কখনো নিরাশ হবেন না। কারণ, নিরাশ হওয়া কাফিরের পরিচয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ تَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ ، إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾

(ইউসুফ : ৮৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে তোমরা কখনো নিরাশ হয়ো না।

কারণ, একমাত্র কাফিররাই তো আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে নিরাশ হয়ে থাকে।

আপনি দ্রুত ধূমপান ছাড়তে না পারলেও অন্ততপক্ষে তা কমাতে চেষ্টা করুন এবং তা প্রকাশ্য পান করবেন না তা হলে কোন এক দিন আপনি তা সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে পারবেন।

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

সূচিপত্রঃ

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের সকলকে উক্ত রোগ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আ'মীন সুম্মা আ'মীন।